নিজের হাত এবং জিহবা সংযত কর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা
মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"আল-মুসলিমু মান সালিমান নাসু মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি।" "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহবা এবং হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে।" তারা তাদের হাত অথবা জিহবা দ্বারা কারও ক্ষতি করে না। অনেকের জিহবা তাদের হাতের থেকেও খারাপ। যারা তাদের জিহবা দ্বারা মানুষকে নিপীড়ন করে, যারা অন্যকে মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং যারা মানুষকে উত্যক্ত করে তাদেরকে পুরোপুরি মুসলিম ধরা হয় না। তাদের মধ্যে ইসলাম এবং ঈমান অনুপস্থিত অথবা খুবই কম থাকে।

সেসব মানুষদের উচিৎ আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর আদেশ এবং উপদেশে কান দেয়া। তাদের উচিৎ নিজেদের কাজ শুধরানো এবং নিজেদের প্রশিক্ষণ দেয়া কারণ তুমি একইসাথে মানুষকে অত্যাচার করতে এবং নিজেকে মুসলিম বলতে পারবে না। এই লোকগুলোই মুসলিমদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে যখন আসলে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর বর্ণনাকৃত মুসলিমেরা এরকম নয়।

একজন মুসলিম সবচেয়ে সুন্দর মেজাজ এবং সবচেয়ে সুন্দর স্বভাবের অধিকারী

হয়। তারা অন্যায়ভাবে কারও ক্ষতি করে না এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। এবং যখন তারা ঠিক হয় তখন তারা সবধরণের স্বৈরাচারী, অবিশ্বাসী এবং অত্যাচারী মানুষদের প্রতিহত করতে পারে। তারা নিজেদের জিহবা এবং হাত ব্যবহার করে অন্যের প্রতিরক্ষা করে। তারা তাদের হাত ও জিহবা দ্বারা মানুষের অনিষ্ট করে না। মুসলিমদের অন্যের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার দাবী করার অনুমতি আছে কিন্তু তা করতে হবে ইসলামের সীমানার ভেতরে থেকে।

সে যেই হোক না কেন, তুমি রাগ করে নির্দোষ মানুষকে কষ্ট দিতে পারবে না। তুমি শুধুমাত্র অত্যাচারী, দোষী এবং তোমার ক্ষতিসাধনকারীর কাছে তোমার অধিকার চাইতে পারবে। তাও করবে যদি তা করার সামর্থ্য তোমার থাকে। আর যদি তা করতে না পারো তবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) কাছে সমর্পণ কর। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) দেখবেন যেন তারা ওই ব্যাপারের জন্য বিচারের দিনে হিসাব দেয়। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের প্রশ্ন করবেন এবং তুমি নিশ্চিতভাবে তোমার অধিকার পাবে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যদি চান তাহলে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে দুই জায়গাতেই তোমার অধিকার নিয়ে দিতে পারেন। সেটা উনার ইচ্ছা।

মানুষেরা যেন তাদের হাত এবং জিহবা সংযত করে এবং কাউকে নিপীড়ন না করে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) আমাদের সবাইকে শক্তি দিন যেন আমরা আমাদের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং সঠিক পথে থাকতে পারি। আমরা যেন কাউকে অত্যাচার না করি অথবা প্রতারণা করে কারও অধিকার না নেই, কারণ আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) নিশ্চিতভাবে সেই অধিকারটির ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন, তুমি কি করেছ এবং কেন করেছ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

২ জানুয়ারী ২০১৬ / ২২ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।